[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক

নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জেলার ৭টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৪ হাজার ৭শ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা থাকলেও পরীক্ষায় ১ হাজার ১৯ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন, জেলা প্রশাসক ড. এনামুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।

প্রশাসন সূত্র জানায়, সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষাকালীন সময়ে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে প্রাথমিক বৃত্তি

পরীক্ষায় সমঅধিকারের দাবিতে

মানববন্ধন

“প্রাথমিক বৃত্তি নিয়ে বৈষম্য নয়, চাই সমঅধিকার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি জানে আলমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কিডস ওয়াল্ডের পরিচালক ফজলুল হক মন্টু, শিক্ষক নাহিদা ইসলাম, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সামসুর রহমান টুটুল, অনামিকা আইডিয়াল স্কুলের মো. আনিসুর রহমান, ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুলের মো. ইমরান খান, গাংনী প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাই স্কুলের শিক্ষক জালাল আহমেদ, প্রতিভা কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলের লালচাঁদ আলী এবং কুড়ির মেলা কিন্ডারগার্টেনের মোস্তাফিজুর রহমান।

অংশগ্রহণকারীরা ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

এ সময় জেলার বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন।

দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালিত

“মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করি, বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় প্রাথমিক জাতীয় শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা

দামুড়হুদায় দুই দিনব্যাপী প্রাথমিক জাতীয় শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টার সময় “সুস্থ দেহ সুন্দর মন”স্লোগানকে সামনে রেখে খেলাধুলা শিশুর মনকে বিকশিত করে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে এই ধারাবাহিকতায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে এই প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

প্রধান অতিথি থেকে জাতীয় শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল।

এসময় তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আমার সন্তানের মত, লেখা পড়ার পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের যেসব সন্তানরা লেখাপড়া করে, তাদেরকে আগামীর সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পাশাপাশি আমরা যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদেরকে তাদের নিজ সন্তানের মত মনে করে লেখাপড়ার পাশাপাশি মেধাবৃত্তিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। আমরা এখন যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছি এই নেতৃত্বকে আরও বেগবান করার জন্য সঠিক গুণাবলীর মাধ্যমে আগামীর প্রজন্ম হিসাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমরা দেশের জন্য কিছু করে যেতে পারবো।

উপজেলার ১১৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পদক প্রযোগিতায় ৫৪ টি ইভেন্টে অ্যাথলেট, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসানের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা জামায়াত ইসলামের সহকারি সেক্রেটারি আবেদ-উদ-দৌলা টিটন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক তানভীর অনিক প্রমুখ।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৫ (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আকরাম হোসেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব, সরকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রতিযোগিতার ইউনিয়ন পর্যায়ের বাছাইপর্ব ৫-৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিটি ইভেন্টে একজন করে ২৪ জন প্রতিযোগী উপজেলা পর্যায়ে অংশ নেয়। উপজেলার চারটি ইউনিয়নের সেরা ৯৬ জন প্রতিযোগী ২৪টি ইভেন্টে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ের শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন।

মেহেরপুরে ৮৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

গ্রামীণ জনপদ মেহেরপুর সদর উপজেলার যুগিন্দা গ্রাম। এই গ্রামের যুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। একজন সহকারি শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩০৮টি। প্রধান শিক্ষকের মঞ্জুরিকৃত পদ ৩০৭ টি। কর্মরত আছে ২২১ জন। মেহেরপুর সদরে ১০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

গাংনী উপজেলায় ১৬১ টির মধ্যে ২১ টিতে, মুজিবনগরে ৩৮ টির মধ্যে ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র আকরাম হোসেন অভিযোগ করেন, শিক্ষক সংকটে ক্লাসে বাড়ির জন্য পড়া দেয়া হয়না। বছর শেষে সিলেবাস শেষ না হবার কারণে তারা বার্ষিক পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর লিখতে ব্যর্থ হয়। এই শিক্ষার্থী বলেন- এর চেয়ে সপ্তাহের তিনদিন ওয়ান থেকে ২য় শ্রেণি এবং আর তিনদিন ৩য় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস নেয়া হলে প্রতি শিক্ষার্থী উপকৃত হবেন। পিছিয়ে পড়ার হার কমবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একজন নেতা জানান, জেলা শহর ও শহরের উপকন্ঠের গ্রামগুলোর একটি বিদ্যালয়েও প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকপদ শূন্য নাই। রাজনৈতিক ও প্রশাসনের সহায়তায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেলা শহরের নাগরিক শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক পদ পেয়ে যান। গ্রামীন কোন শিক্ষক জেলা শহরে প্রধান শিক্ষক থাকতে পারেনা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রধান শিক্ষকের পদগুলো ৬৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের বিধান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না। আবার সহকারি শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়াও বন্ধ রয়েছে। তাই প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রুহুল আমীন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহকারি শিক্ষকদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু করছে। পদোন্নতি হলে শূন্য পদগুলো পূরণ করা যাবে। শহরের স্কুলগুলোতে অবসরের কারণে পদ শূন্য হলে পূরণ হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকায় অবসরে যাওয়ার পর শূন্যই থেকে যাচ্ছে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লø◌াহ আল আমিন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিশুদের শিক্ষার ভিত তৈরি হয়। তাই সেখানে পাঠদান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক শূন্যপদ এবং প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা) উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বেলুন উড়িয়ে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. ফারুক উদ্দিন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী শফিকুল রহমান, জহুরুল হক, এহসানুল হাবীব, আশরাফুল আলম এবং ওবায়দুল্লাহ।

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । কাজ শেষ না করেও প্রত্যয়ন নিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। প্রত্যয়ন দিয়ে অর্থ বানিজ্যের অভিযোগও রয়েছে প্রকৌশলী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই কর্মকর্তা।
জানা যায়,২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্ধ পান। যার মধ্যে রয়েছে,কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম কাগমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুতিয়ার কুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
বিদ্যালয়গুলো ভ্যাট আইটি কেটে ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। যা দিয়ে তারা কাজগুলো করেছেন। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫ টি বিদ্যালয় কাজ শেষ করে বিল তুলতে পেরেছেন।
তবে প্রত্যায়ন নিয়েও বিল তুলতে পারেননি ২ টি বিদ্যালয়। এরমধ্যে কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়াও কাজ শেষ না করেও প্রত্যায়ন নিয়ে বিল তুলেছেন বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে আটকে গেছেন কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়।
এ ব্যাপারে বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরজিনা খাতুন বলেন,সামান্য একটু কাজ বাকি ছিল। এ কারনে প্রত্যয়ন নিয়ে বিল তুলেছি। অফিস ম্যানেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি তাদের তেমন কোন টাকা দেয়নি। বিদ্যালয়ে এসেছিল, তাই তেল খরচ দিয়ে ছিলাম। কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধা রানী বলেন, আপনারা বোঝেন তো অফিসকে কিছু দিতেই হয়। তবে তিনি কত দিয়েছেন সেটা এ প্রতিবেদককে পরে বলবেন বলে জানান। সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মরিয়ম খাতুন বলেন, আমি টাকা দিচ্ছিলাম না। সবার শেষে ১ হাজার টাকা দিয়েছি। আর প্রক্কলন তৈরির জন্য অফিসকে ৫ শ টাকা দিয়েছি।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু বলেন, জুন মাস হওয়ায় আমার বিদ্যালয় গুলোয় যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার এসও ও সার্ভেয়ার বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে, আমাকে এসে

বলেছেন সব কিছু ওকে আছে। এরপর প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে। তবে সবগুলো বিদ্যালয়ের দেয়া হয়েছে কিনা সেটা আমাকে দেখে বলতে হবে। প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করে প্রত্যয়ন নেয়া হয়েছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এতে আর ম্যানেজের কি আছে। তিনি বলেন, আপনারা যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা আমি স্বরজমিনে গিয়ে দেখছি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,২০২৩/২৪ অর্থ বছরে এ উপজেলার ৮ টি বিদ্যালয় ক্ষুদ্র মেরামতের টাকা পেয়েছেন। এর মধ্যে ২ টি বিদ্যালয়ের আংশিক কাজ বাকি ছিল, যেটা আমি দেখে ছিলাম।
তবে আমার পরিদর্শনের আগেই তারা অফিস থেকে প্রত্যায়ন নিয়েছেন ওই কাজের। আর দক্ষিণ বলুহরের কাজ ভাল না করেও প্রত্যায়ন নিয়েছেন। তবে তাঁর বিল আটকে দেয়া হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন টাকার তুলনায় বেশি কাজ করেছেন। যা তিনি নিজের পকেট থেকে খরচ করেছে ন। তবে কাজের মান ভাল না করা পর্যন্ত বিল ছাড় করা হবে না।
তিনি বলেন, আমি বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনের সময় জানতে পারলাম, শিক্ষকরা ইঞ্জিনিয়ার অফিসকে ম্যানেজ করে প্রত্যয়ন নিয়েছেন। আমি শিক্ষকদের বলেছিলাম তারা তো কোন কাজ করে নাই, কেন তাদেরকে ৪ হাজার, ২ হাজার করে টাকা দিবেন। তারা আসলে তেল খরচের জন্য ১ হাজার টাকা দিতে পারেন। ওনারা আমাকে না জানিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে ৪ হাজার ও হিসাব রক্ষন অফিসকে ২ হাজার করে টাকা দিয়েছেন।
বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মোবাইলে বার বার যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিকের বই উৎসব মিরপুরে, মাধ্যমিকের কুমিল্লায়

অতীতের মতো এবারও ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব আয়োজন করছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এদিন সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে প্রাথমিক স্তরের সব বই পৌঁছে গেলেও মাধ্যমিক স্তরের একটি শ্রেণির বই যথাসময়ে পৌঁছবে না। কারণ এই স্তরের পাণ্ডুলিপি প্রেসমালিকদের কাছে পৌঁছাতেই বিলম্ব করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রমও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি চাঁদপুর ৩ আসনে আওয়ামী লীগের

প্রার্থী হয়ে সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। ১ জানুয়ারি তিনি নিজ এলাকায় থাকবেন। তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য এবার কুমিল্লায় পাঠ্যপুস্তক উৎসব আয়োজন করা হবে। প্রাথমিকের বই উৎসব এবার মিরপুরের ন্যাশনাল (সকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৮১ লাখ ২৭ হাজার ৬৩০ জন। তাদের জন্য বই ছাপা হচ্ছে মোট ৩০ কোটি ৭০ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭টি। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ছাপানো হয়েছে ৫ কোটি ৩৮ লাখ ৩ হাজার ৪২৩ কপি বই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির বই সংখ্যা ৩ কোটি ৩৬ লাখ ১ হাজার ২৭৪টি। প্রাক-প্রাথমিকের জন্য ৬১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৭৮ কপি বই ছাপা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৬ কোটি ৪৫ লাখ ৪৮ হাজার ৩০৮ কপি, সপ্তম শ্রেণির ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৫৭ হাজার কপি, অষ্টম শ্রেণির জন্য ৫ কোটি ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার ২৭১ কপি এবং নবম শ্রেণির জন্য ৫ কোটি ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৫৭৩ কপি বই ছাপা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (পাঁচটি ভাষায় রচিত) শিশুদের জন্য এবার মোট ২ লাখ ৫ হাজার ৩১ কপি বই ছাপা হচ্ছে। অন্য বইয়ের মধ্যে ৫ হাজার ৭৫২ কপি ‘ব্রেইল’ বই ছাপা হবে। তাছাড়া শিক্ষকদের ৪০ লাখ ৯৬ হাজার ৬২৮টি ‘শিক্ষক সহায়িকা’ দেওয়া হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক